উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,এইচ,এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

জেল আপীল নং-৫৮০/২০০৭

রহমত উল্লাহ ওরফে রকমত উল্লাহ

----- দন্ডিত আপীলকারী।

বনাম

রাষ্ট্র

----- প্রতিবাদী পক্ষে।

রায় প্রদানঃ ১৩ মার্চ, ২০১১ ইং।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

Bnv GKwU †Rj Avcxj| `wÛZ AvcxjKvix‡K 4bs we‡kl UvBe¨bvj, bvivqYM‡Äi weÁ wePvi‡K we‡kl UvBe¨bvj gvgjv bs-403/2006, যাহার জি,আর,নং ১৩৪/২০০৬, যাহা আড়াই হাজার থানার মামলা নং-১২ তাং ০৯-০৬-২০০৬ ধারা ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯(এ)এবং ১৯(এফ) হইতে উদ্ভুত, উক্ত মামলায় †`vlx mve¨¯µ‡g 19G avivi 10 ermi Ges 19(Gd) avivq 7 ermi mkg Kviv`Û c`vb Kwi‡j AvcxjKvix KvivMvi nB‡Z h_vh_ KZc‡¶i gva¨‡g AÎ †Rj Avcxj `v‡qi K‡ib, hvnv 09/09/2007 Bs Zwi‡L MnxZ nq Ges ট্রাইব্যুনালের bw_ Zje Kiv nq|

Avcxj wU wb®úwËi ¯v‡_ ms‡¶‡c ivóc‡¶i gvgjvi ঘটনা GB †h, AvovB nvRvi _vbvi Gm,AvB, †nKgZ Avjx GB g‡g wjwLZ GRvnvi `v‡qi K‡ib †h, m½xq G,Gm,AvB, †gvt AvZvDi ingvb, Ks/375 †gvt gwRei ingvb, Ks/369, †gvt Rvjvj DwÏb, Ks/1029, iwKe MvRx memvs AvovB nvRvi _vbv, wRjv-

bvivqYMÄ Ges AvUKKZ Avmvgx ingZ Djvn I i‡d iKgZ Djvn (28) wcZv- †gvt nwbd mvs `vBewi`, _vbv-AvovB nvRvi, wRjv-bvivqYMÄ Ges Zvnvi `L‡j \_vKv wbR nv‡Z ewnvi Kwiqv ‡bIqv cwjw\_‡b †gvov‡bv 1 (GK)wU ÷xj ewW cvBcMvb Abgvb j¤v 20 BwÂ Dnv `B fv‡M wef³ 1g fvM evU j¤v 10 BwÂ Ges 2q fvM ev‡ij j¤v 10 BwÂ dvqwis wcb ¯úxs Ges †Ubvi msh³, `BwU nvZj Av‡Q gvSLv‡b jK wm‡÷‡gi e¨e¯v Av‡Q| Bnv mwµq Ges e›`‡Ki ¸wj e¨envi nq| (2) 1(GK)wU e›`‡Ki ¸wj cwió‡Ki mv`v Kfvi, wcQ‡b wcZ‡ji ণti wdDkb K¨v‡ci Kv‡jv As‡ki Dci SYSTEM-12-GORDON-12 †jLvmn Av‡Q A`¨ Bs 09/06/2006 ZwiL 8-30 NwUKvq \_vbvq nwRi nBqv Dc‡iv³ Avmvgxi wei"‡× GB g‡g GRvnvi `wLj K‡ib †h ÔÔAvovB nvRvi _vbvi gvgjv bs-8(2)02 Gi †MdZvix c‡ivqvbvi cjvZK Ges AÎ _vbvi gvgjv bs-30(5)06, ZwiL 27/05/2006 AvovB nvRvi _vbvi gvgjv bs-23 ZwiL 21/05/2006 gvgjv bs-25 ZwiL 24/04/2006 Bs Gi mw›`» Avmvgx wnmv‡e AvovB nvRvi \_vbvi wR wW bs-316 ZwiL 09/06/2006 Bs †gvZv‡eK MZKvj 08/06/2006 Bs ZwiL 17-15 NwUKvq †gvjvi Pi GjvKv nB‡Z \_vbvq Awbqv wRÁvmvev‡`i GK chv‡q A`¨ 09/06/2006 Bs ZwiL mKvj 06-15 NwUKvq GB g‡g ¯xKv‡iw³ প্রদান K‡i †h, Zvnvi wbKU 1 (GK) wU cvBcMvb I 1 ivDÛ e›`‡Ki ¸wj Av‡Q| hvnv †m AvovB nvRvi _vbvaxb 6bs m`vmw` BDwbq‡bi DjKvw›` Mv‡gi †emiKvix mvgwRK Kei¯v‡bi GKwU fv½v Ke‡ii g‡a¨ cwjw\_b Øviv RovBqv jKvBqv iwLqv‡Q| D³ ¯v‡b Zvnv‡K wbqv †M‡j D³ Av‡Mqv¯¿ ¸wj ewni Kwiqv w`‡Z cvwi‡e| Dc‡iv³ ¯xKv‡iw³ †gvZv‡eK weIqwU m‡Î D‡jwLZ

wRwW bs-333 ZwiL 09/06/2006 Bs †gvZv‡eK †bvU Kwiqv m½xq Awdmvi †dvm Ges Avmvgxmn _vbvi wcKAvc Mvox‡hv‡M ilqvbv Kwiqv 06-55 NwUKvq D³ ¯v‡b †cŠwQqv Dcw¯Z mv¶x 1. Avt Lv‡jK (37) wcZv-‡gvdv¾j fBqv 2. BD,wc m`m¨ BqvKe Avjx fBqv (40) wcZv-ˆmq` fBqv Dfq mvs-j¶¥xew`| 3. Avkivdj (31) wcZv-GšvR Dwïb mvs DjKv›` cwðg cvov me _vbv AvovB nvRvi, †Rjv-bvivqYMÄ সহ Av‡iv A‡b‡Ki m¤§‡L DjKwš Mv‡gi †emiKvix mvgwRK Kei ¯v‡bi `w¶Y cv‡k GKwU fvsMv Ke‡ii ga¨ nB‡Z Dc‡i D‡jwLZ cvBcMvb Ges ¸wj Avmvgx wbR nv‡Z ewni Kwiqv †`q| D³ A‰ea Av‡Mqv¯Mwj †e-AvBbxfv‡e Zvnvi wbR `L‡j †Mvc‡b D³ ¯v‡b jKvBqv ivLvi ¯c‡¶ †Kvb ˆea KvMRcÎ ‡`LvB‡Z ev m‡švIRbK DËi w`‡Z e¨_ nIqvq Dc‡i D‡jwLZ mv¶x‡`i m¤§‡L mKvj 7-05 NwUKvq Rã ZwjKv ˆZqvix ceK mv¶x‡`i ¯v¶i wbqv wbR †ndvR‡Z †bb| Avmvgx ingZ Djvn Ii‡d iKgZ Djvn †e-AvBbxfv‡e A‰ea Av‡Mqv¯ ও ¸wj wbR †ndvR‡Z ivLvq 1878 Bs m‡bi A¯ AvB‡bi 19K avivi Aciva nIqvq Avmvgx D×viKZ Av‡Mqv¯ ও ¸wjmn _vbvq Awmqv wZwb wb‡R ev`x nBqv GB GRvnvi `v‡qi Kwi‡Z mvgvb¨ wej¤ nBj|

AZtci D³ GRvnv‡ii wfwË‡Z 1878 mv‡ji A¯ AvB‡b 19ক avivq AvovB nvRvi _vbvq gvgjv bs-12 ZwiL 09/06/2006 D™¢e nq| hvnvi wR Avi bs-134/2006| AvovB nvRvi _vbvi cwjk gvgjwU Z`šceK 10/07/2006 Bs Zwi‡L A¯ AvB‡bi 19ক avivq Awf‡hvM `wLj K‡ib; hvnvi Awf‡hvMcÎ bs-102| gvgjwU wePv‡ii Rb¨ 1bs we‡kl UvBe¨bvj, bvivqYMÄ †cwiZ nB‡j

ট্রাইব্যুনাল মামলাটি আমলে নেন এবং we‡kl UvBe¨bvj gvgjv bs-403/2006 wnmv‡e wbeÜbKZ nq Ges AvcxjKvixi wei“‡× AÎ AvB‡bi 19(ক) I 19(চ) avivq Awf‡hvM MVb Kwiqv Zvnv‡K cwoqv ïbvB‡j AvcxjKvix wb‡R‡K wb‡`vl `vex Kwiqv wePvi cv_bv K‡ib|

AZtci ivóc¶ gvgjv cgv‡Yi Rb¨ Awf‡hvMc‡Îi mshw³q 10 Rb mv¶xi g‡a¨ 7 Rb mv¶xi mv¶¨ cix¶v K‡ib। mv¶¨wš` †k‡l Avmvgx‡K †dŠR`vix Kvhwewai 342 aviv cix¶v Kiv nB‡j wb‡R‡K wb‡`vl `vex K‡ib mvdvB mv¶x w`‡eb bv Ges Avi wKQ ejvi bvB ewjqv Rvbvb| AZtci we‡kl UvBe¨bvj, mv¶x‡`i mv¶w`,Awf‡hvMcÎ, c`kbxmgn wePvi we‡klY Kwiqv AvcxjKvix‡K 1878 mv‡ji A¯ AvB‡bi ১৯এ avivq ‡`vlx mve¨¯ Kwiqv 10 ermi Ges 19(Gd) avivq 7 ermi mkg Kviv`‡Ûi Av‡`k c`vb K‡ib, hvnvi wei“‡× AvcxjKvix ms¶ä nBqv KvivMvi nB‡Z AÎ Avcxj `v‡qi Kwiqv‡Qb|

AvcxjKvix Zvnvi Avcx‡ji `iLv‡¯ wb‡e`b K‡ib †h, wZwb GKRb mvgvb¨ †U·UvBj wg‡ji kwgK| Zvnvi cwiev‡ii †gvU 5 Rb m`m¨ Zvnviv mevB Zvnvi GB mvgvb¨ DcvR‡bi Dci wbfi K‡i| Zvnvi gvgjv Z`exi Kivi gZ †Kvb †jvK bvB|

AvcxjwU wb®úwËi Rb¨ gvbbxq cavb wePvicwZi wb‡`‡k Avgv‡`i wbKU †ciY Kiv nq Ges wb‡`wkZ g‡Z wb®úwË‡Z †Kvb c‡¶i e³e¨ ke‡bi m‡hvM bvB|

Avgiv c_‡g ivóc‡¶i mv¶x‡`i mv¶¨w`i chv‡jvPbv Kwie|

ivóc‡¶i 1bs mv¶x Gm,AvB, †nKgZ Avjx, Revbe›`xKv‡j e‡jb †h, MZ 09/06/2006 Bs Zvwi‡L AvovB nvRvi _vbvq wQ‡jb| 08/06/2006 ZvwiL †ejv 17-05 NwUKvi mgq AvovB nvRvi _vbvaxb ‡gvjvi Pi GjvKv nB‡Z AvovB nvRvi _vbvi gvgjvi b¤i 8(2)02 avi, 399/402 Zrmn we‡ùviK `e¨ AvB‡bi 3,4 aviv †gvZv‡eK †MdZvix c‡ivqvbvi Avmvgx G Qvov Av‡iv 4wU gvgjvi Avmvgx ingZ Djvn I i‡d iKgZ Djvn, wcZv-nwbdv‡K aZ K‡ib, aZ Kivi ci wRÁvmvev‡`i GK chv‡q 09/06/2006 Bs ZvwiL mKvj 6-15 NwUKvi mgq Rvbvq †h Zvnvi D‡jwLZ WvKwZ I mš¿vmx Kv‡hi Rb¨ Zvnvii wbKU 1wU A¯ Av‡Q| hvnv DjKvw›` Mv‡gi ‡emiKvix mvgwiRK Kei¯v‡bi 1wU fv½v Ke‡ii g‡a¨ Av‡Q| 1wU cvBcMvb I 1wU ¸wj Av‡Q g‡g D‡jL K‡ib, ZLb _vbvi জি,ডি নম্বর-৩৩৩, তারিখ ০৯/০৬/২০০৬ মূলে সঙ্গীয় ফোর্সসহ ধৃত আসামী রকমত উল্লাহকে নিয়ে ঘটনাস্হলে ৬-৫৫ মিনিটের সময় উপস্হিত হন। আসামী উক্ত ভাঙ্গা কবর হইতে নিজ হাতে ১টি পাইপ গান, ১ রাউন্ড গুলি বের করিয়া দেয়। উপস্হিত সাক্ষীদের মোকাবেলায় জব্দ তালিকা তৈরী করেন, অস্ত্র ও গুলি জব্দ করেন। জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেন। তারপর থানায় আসিয়া এই আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এজাহার তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-১,১/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। জব্দ তালিকা প্রদশর্নী-২ উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। অস্ত্র পাইপগান প্রদশর্নী-I গুলি প্রদশর্নী-II হিসাবে চিহ্নিত সহ আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, আড়াই হাজার থানায় ১৪/০৩/২০০৬ তারিখে যোগদান করেন, ঘটনাস্হলে গাড়ী নিয়া যান। জব্দ তালিকার সাক্ষীরা ঐ এলাকার

স্থানীয় লোক। ঘটনাস্থল ১টি কবরস্থান, যাহা পুরাতন ও ভাঙ্গা। কবরস্থানে যাবার জন্য বাহিরে রাস্তা আছে। সত্য নয় যে আসামী নিজ হাতে পাইপগান ও গুলি তুলে দেয় নাই। পাইপগানটি ২০ ইঞ্চি লম্বা। এটি স্টীলের তৈরী। সত্য নয় যে, আসামী কোন কিছু স্বীকার করে নাই। সত্য নয় যে, তাহারা ভাঙ্গা কবর থেকে অস্ত্র উদ্ধার করিয়া আসামীকে জড়িত করেন। সত্য নয় যে আসামীর কবরস্থান থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয় নাই। সত্য নয় যে আসামীর শত্রুপক্ষের লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এই মিথ্যা মামলা করিয়াছেন। আসামীকে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিমূলক জন্য উপস্থাপন করেন নাই। সত্য নয় যে সিজারলিস্টের সাক্ষীরা আসামীর শত্রুপক্ষের লোক।কবরস্থানের আশেপাশে বাড়ী ঘর আছে। সত্য নয় যে আশেপাশের কাহাকেও সাক্ষী মান্য করেন নাই। সত্য নয় যে, জব্দ তালিকার সাক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে গিয়াছেন। সত্য নয় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ২নং সাক্ষী মোঃ ইয়াকুব আলী ভূইয়া পিতা- সৈয়দ আহমদ ভূইয়া বলেন যে. তিনি ইউ, পি, সদস্য। ঘটনার তারিখ ০৯/০৬/২০০৬ইং তারিখ। ঘটনার সময় সকাল ৭-০০ টা। ঘটনাস্থল উলুকান্দি কবরস্থান। ঐ সময় পুলিশ কর্মকর্তা হেকমতসহ ৫/৬ জন পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তাহারা কবরস্থানের গেটের সামনে পুলিশ ভ্যান রাখে। এলাকার লোকদের মুখে শুনেন যে, রকমত ডাকাতকে আনা হইয়াছে। তারপর তিনি যান। গিয়া দেখেন যে পুলিশরা ভ্যান গাড়ী থেকে রকমতকে নামিয়ে কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রকমত আলী গেটের সামনে ১ টি ভাঙ্গা কবরে অস্ত্র আছে বলে জানায়। তারপর কবর থেকে রকমত নিজে অস্ত্র উঠায়। অস্ত্রটি পলিথিন কাগজ দিয়ে মোড়ানো ছিলো। তারপর আসামীকে পুলিশ গেটের সামনে আনে। তারপর পুলিশ তাহাদেরকে সাক্ষী দিতে বলে তাহারা সাক্ষী হন। জব্দ তালিকায় এই সেই তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/২ এই সেই জব্দকৃত অস্ত্র। আসামী আদালতে উপস্থিত আছে।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, তাহার বাড়ী থেকে কবরস্থানটি ১ কিঃ মিঃ দুরে । পুলিশ তাহাকে খবর দিয়ে আনে নাই। বাড়ী থেকে হেটে আসার সময় লোকজন দেখে আসেন। সকাল ৭-০০ টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ৬-৪০ টার সময় বাড়ী থেকে বের হন। সত্য নয় যে কবর থেকে রকমত দারোগার হাতে অস্ত্র তুলে দেয় নাই. কবরস্থানের পাশে রাস্তা। রাস্তায় লোকজন চলাচল করে। কবরস্থানের গেট আছে। তিনিও কবরস্থানের ভিতরে যান। আরো অনেকে যায়। তার মধ্যে হাছান উল্লাহ হাজী আছে। আসামী চেয়ারম্যানের ভাগ্নিকে বিবাহ করেছে কিনা জানেন না। সত্য নয় যে চেয়ারম্যানের ভাগ্নিকে তালাক দেয়ার কারনে চেয়ারম্যান আসামীকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করেছে। সত্য নয় যে মিথ্যা সাক্ষী দিলেন।

রাস্ট্রপক্ষের ৩নং সাক্ষী আঃখালেক,পিতা-মোফাজ্জল হোসেন ভূঁইয়া জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ব্যবসা করেন। ঘটনার তারিখ ০৯/০৬/২০০৬ সকাল বেলা তিনি বাজারের উদ্দেশ্যে পায়ে হেটে আসতেছিলেন। আসার পথে উলুকান্দি গোরস্থান পড়ে। পুলিশের ভ্যানে বসা অবস্থায় একজন লোককে দেখেন। তারপর পুলিশ ও ঐ লোকটা ভ্যান থেকে নামিয়ে গেট দিয়ে গোরস্থানে ঢুকেন। পুলিশের সাথে তিনি গেট দিয়ে ঢুকেন একটি কবরস্থানের ভিতর থেকে পলিথিন মোড়ানো অবস্থায় রকমত উল্লাহ একটি প্যাকেট তুলে। প্যাকেট খোলার পর দেখতে পান যে ১টি পাইপগান ও ১ টি গুলি। তখন পুলিশ তাহাকে বলেন যে, যেহেতু তিনি অস্ত্র উদ্ধার দেখেছেন সেহেতু একটি স্বাক্ষর দেন। তারপর তিনি সই করেন । তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-২/৩ হিসাবে সনাক্ত হয়। আসামী ডকে এখন উপস্থিত।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, অস্ত্র তিনি নিজ চোখে দেখেন। দেখে, বুজে শুনে সই দেন। দারোগা সই দিতে বললে সই দেন। তিনি কাগজ দেখে সই করেন। সত্য

নয় যে, দারোগার কথামতো সাদা কাগজে সই দেন। সত্য নয় যে রকমত কোন অস্ত্র উদ্ধার করে দারোগার নিকট দেয় নাই। সত্য নয় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪ নং সাক্ষী মোঃ আশরাফুল আলম, পিতা-এন্তাজ উদ্দিন, জবানবন্দী প্রদানকালে বলেন যে, ০৯/০৬/২০০৬ তারিখ ঘটনার তারিখ। ঘটনার সময় আনুমানিক সকাল ৭-০০টা। ঘটনাস্থল উলুকান্দি গোরস্থান। তাহারা সকালে ঘুম থেকে উঠে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। তখন দেখেন যে পুলিশের ১টি পিকআপ ভ্যান আসছে গোরস্থানের দিকে। তারপর তাহারা আরো কয়েকজন গোরস্থানের ভিতরে যান। যাওয়ার পর দেখেন পুলিশ ১টি লোককে নিয়ে গোরস্থানের ভিতরে ঢুকে। ঢোকার পর ঐ লোকটা ১টি ভাঙ্গা কবর থেকে ১টি অস্ত্র ও ১টি গুলি উঠিয়ে পুলিশকে দেয়। তারপর তিনিসহ আরো অনেকে কাগজে সই দেয়। জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-২/৪,হিসাবে সনাক্ত করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, অস্ত্রের মধ্যে কোন মাটি আছে কিনা দেখেন নাই। তবে এই অস্ত্রই উদ্ধার হতে দেখেছেন। অস্ত্র উদ্ধারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের গাড়ীর নিকটে এসে সই দেন। সত্য নয় যে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে। সত্য নয় যে আসামীর দখল থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয় নাই। আসামী নিজ হাতে কবর থেকে অস্ত্র তুলে। সত্য নয় যে আসামীর দেখা মতে অস্ত্র উদ্ধার হয় নাই। সত্য নয় যে, দারোগার কথা মতো স্বাক্ষর দেন। সত্য নয় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। ললললললল

রাষ্ট্রপক্ষের ৫ নং সাক্ষী কং/৩৭৫ মোঃ মজিবর রহমান জবানবন্দীকালে বলেন যে, বর্তমানে রুপগঞ্জ থানায় আছেন। ঘটনার সময় আড়াই হাজার থানায় ছিলেন। ঘটনার তারিখ ০৯/০৬/২০০৬ ইং। ঘটনার স্থান উলুকান্দি বেসরকারী কবরস্থান। ঐখানে রহমত উল্লাহ ওরফে রকমতকে নিয়ে তাহাদের স্যার যায়। ঐখানে একটি কবর হইতে পলিথিনের কাগজে মোড়ানো অবস্থায় ১টি অস্ত্র ও ১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেন। তারপর

ঐখানে সিজার লিস্ট করিয়া আসামী ও আলামত নিয়া থানায় আসেন এই তাহার জবানবন্দী।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, আজকে আলামত আদালতে নাই। আসামীকে থানা থেকে কবরস্থানের দিকে নিয়ে যান বলিয়া স্মরণ হয়। তখন সে অন্য মামলায় আটক ছিল কিনা বলিতে পারিবে না। থানা থেকে তাহারা পিকআপ যোগে ঘটনাস্থলে যায়। তাহারা ৩ জন কনষ্টেবল ও ১ জন অফিসার ছিলেন। কবরস্থানের মধ্যে তিনি বা অন্য কোন কনষ্টেবল নামে নাই। আসামীর হাতে হ্যান্ডকাপ পরানো ছিল। ঘটনাস্থানের কোন সাইড মনে নাই। তাহারা আশেপাশের কোন লোকজনকে ডেকে আনে নাই। তবে পাবলিক এসেছিল। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের গায়ে দারোগা সাহেব কোন চিহ্ন দেয় কিনা জানেন না। সত্য নয় যে আসামী নিজ হাতে কোন অস্ত্র বের করে দেয় নাই। সত্য নয় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নং সাক্ষী কং/৩৬৯ মোঃ জালাল উদ্দিন জবানবন্দীকালে বলেন যে, বর্তমানে রুপগঞ্জ থানার ভোলাবো তদন্ত কেন্দ্রে আছেন। ঘটনার সময় আড়াই হাজার থানায় কর্মরত ছিলেন। ঘটনা ০৯/০৬/২০০৬ ইং তারিখে সকাল ৬-৫৫ মিনিটের সময় ঘটনার স্থান সদাসদি ইউনিয়নের উলুকান্দি গ্রামের কবরস্থান। আসামী রকমতকে তাহারা ঘটনাস্থলে নিয়ে যান। রকমত কবরস্থানের ১টি পুরাতন কবর হইতে ১টি পাইপগান ১ রাউন্ড গুলি বের করিয়া দেয়। তখন সেখানে আরো লোকজন ছিল। আসামীদের মোকাবেলায় জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে স্যার। তারপর থানায় আসিয়া মামলা দায়ের করেন। আসামী ডকে উপস্থিত আছে।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, তাহারা যখন কবরস্থানে যান তখন সেখানে লোকজন ছিল না। থানা থেকে পিকআপে কবরস্থানে যান। জি,ডি, নম্বর বলিতে পারেন

না। তাহারা সি,সি, মূলে বের হন। এই মামলার বিষয় তদন্তকারী দারোগার নিকট কোন সাক্ষ্য দেন নাই। আসামী অন্য মামলায় গ্রেফতার ছিল। তাকে গ্রেফতারের পর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কবরের ভিতর তাহারা নামে নাই। একজন লোক নামে। আসামী অস্ত্র দেখায়। সত্য নয় যে, আসামীর দেখানো মতে অস্ত্র উদ্ধার হয় নাই। আজকে আসামী আদালতে নাই। সত্য নয় যে, আসামীর শত্রু পক্ষের লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্র.পক্ষের ৭ নং সাক্ষী মোঃ আবুল হোসেন জবানবন্দী প্রদানকালে বলেন যে, তিনি আড়াই হাজার থানার এস,আই হিসাবে কর্মরত আছেন। বাদী এস,আই, হেকমত আলীর দায়েরকৃত এজাহারের লিখিত অভিযোগের উপর ভিত্তি করে লিখিত অভিযোগ, জব্দকৃত আলামত ও গ্রেফতারকৃত আসামী সহ থানায় আসিয়া মামলা রুজু করেন। মামলা রুজু করে এস,আই, মোঃ শফিকুল ইসলাম মামলটির তদন্তভার তাহার উপর বর্তায়। তিনি তদন্তভার গ্রহণ করে জব্দকৃত আলামত ১টি পাইপগান, ১ রাউন্ড বন্দুকের গুলি যাহা ১টি সাদা পলিথিনের কভারে রক্ষিত ছিল এবং জব্দ তালিকা প্রাপ্ত হয়ে পর্যালোচনা করেন। তিনি সরেজমিনে ঘটনাস্হল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র অংকন করেন। জব্দ তালিকার আসমীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক রেকর্ড করেন। ঘটনাস্হলের আশেপাশের সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বাদীর সঙ্গীয় ফোর্সসহ বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বাদীর দেখানো মতে ঘটনাস্হল পরিদর্শন করেন। আসামীর নাম-ঠিকানা যাচাই করেন। তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণে আলামত পর্যালোচনান্তে এজাহারে বর্ণিত আসামীর বিরুদ্ধে ১৮৭৮ সনের অস্ত্র আইনের ১৯ক ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আড়াই হাজার থানার অভিযোগ পত্র-১০২

তারিখ ১০/০৭/২০০৬ দাখিল করেন। খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র প্রদর্শনী-৩ ও ৪ হিসাবে সনাক্ত করেন। উহাতে তাহার স্বাক্ষর যাহা প্রদশর্নী-৩/১ ও ৪/১ হিসাবে সনাক্ত করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি তদন্তভার পান ০৯/০৬/২০০৬ তারিখ সকাল ৮-৩০ টার সময়। ঘটনাস্হলে যান ঐ তারিখের ১০-৩৫ টার সময়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের উপর কোন সনাক্তকরন চিহ্ন ছিল না। তিনি অস্ত্র সম্পর্কে অস্ত্র বিষয় কোন রির্পোট সংগ্রহ করেন নাই। ঘটনাস্হলে একটি খোলা সামাজিক কবরস্হান। এই কবরস্হানে কোন কেয়ারটেকার পান নাই বা কেয়াটেকারের জন্যও কোন ঘর নাই। সত্য নয় যে ঐ কবরস্হানের কেয়ারটেরের জন্য ১টি টিনের ঘর ছিল এবং ১জন কেয়ারটেকার ছিল। খসড়া মানচিত্রের "**খ**" চিহ্নিত মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনকে পরীক্ষা করেন নাই। "**ছ**" চিহ্নিত ইউসুফ সাহেবের বাড়ীর, ইউসুফ আলী বা তার সন্তানদেরকে সাক্ষী মান্য করেন নাই। আসামীকে ঘটনাস্থলে নিয়া যাবার সময় সে হ্যান্ডকাপ পরিহিত অবস্থায় গ্রেফতার ছিল। এখন আদালতে উদ্ধারকৃত অস্ত্রটি নাই। সত্য নয় যে তিনি সুষ্ঠু তদন্ত ব্যতিরেকে আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করিয়াছেন।

উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি এজাহার, জব্দ তালিকা, অভিযোগপত্র বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইয়াছেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ আপীলকারীর প্রত্যক্ষ দখল ও নিয়ন্ত্রণ হইতে জব্দকৃত অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করিয়াছেন তাহা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন সেহেতু ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯এ এবং ১৯(এফ) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন বিধায় আপীলকারীকে উল্লেখিত সাজা প্রদান যুক্তিযুক্ত তাই আপীলকারীকে উল্লেখিত সাজা প্রদান করিয়াছেন।

আমরা এখন দেখিব ট্রাইব্যুনাল এর প্রদত্ত সাজা আইনানুগ কিনা কিংবা আপীলকারী কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?

সর্বপ্রথমে দেখিব সকল সাক্ষী জব্দকৃত অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে কে কি সাক্ষ্য দিয়াছেন। ১নং সাক্ষী বলেন যে, "আসামী উক্ত ভাঙ্গা কবর হতে নিজ হাতে ১টি পাইপগান, ১ রাউন্ড গুলি বের করে দেয়"। ২নং সাক্ষী বলেন যে, কবর থেকে রকমত (আসামী) নিজে অস্ত্র উঠায়। অস্ত্রটি পলিথিন কাগজ দিয়া মোড়ানো ছিল"। ৩নং সাক্ষী বলেন যে, একটি কবরস্থানের ভিতর থেকে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় রকমত উল্লাহ একটি প্যাকেট তুলে। প্যাকেটটি খোলার পর দেখতে পান যে, ১টি পাইপগান ও ১ রাউন্ড গুলি। ৪নং সাক্ষী বলেন যে, তাহারা আরো কয়েকজন গোরস্থানের ভিতরে যান। যাওয়ার পর দেখেন পুলিশ একটি লোককে নিয়া গোরস্হানের ভিতরে ঢুকে। ঢোকার পর ঐ লোকটা ১টি ভাঙ্গা কবর থেকে ১টি অস্ত্র ও ১রাউন্ড গুলি উঠিয়ে পুলিশকে দেয়"। ৫ নং সাক্ষী বলেন যে" ঘটনার স্হান উলুকান্দি বেসরকারী কবরস্হান। ঐখানে রহমত উল্লাহ ওরফে রকমতকে নিয়া তাহাদের স্যার যায়। ঐখানে একটি কবর হইতে পলিথিনের কাগজে মোড়ানো অবস্হায় ১টি অস্ত্র ও ১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেন"। ৬ নং সাক্ষী বলেন যে, "আসামী রকমতকে তাহারা ঘটনাস্হলে নিয়ে যান। রকমত কবরস্হানের একটি পুরান কবর হইতে ১টি পাইপগান ১রাউন্ড গুলি বের করে দেয়।" তিনি জেরাকালে বলেন যে, "কবরের ভিতর তিনি নামেন নাই। একজন লোক নামে। আসামী অস্ত্র দেখায়।". ৭ নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেন যে, " উদ্ধারকৃত অস্ত্রের উপর কোন সনাক্তকরণ চিহ্ন ছিলনা। ঘটনাস্হল একটি খোলা সামাজিক কবরস্হান। এই কবরস্হানে কোন কেয়ারটেকার ছিল না।".....

উপরোক্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় কোন সাক্ষী বলিয়াছেন ১টি পাইপগান ১রাউন্ড গুলি, কোন সাক্ষী বলিয়াছেন অস্ত্র ও গুলি। আবার কোন সাক্ষী বলিয়াছেন পলিথিনের কাগজে মোড়ানো অবস্থায় আবার কোন সাক্ষী দেখিলেন খোলা একটি পাইপগান/অস্ত্র এবং ১রাউন্ড গুলি আপীলকারী নিজ হাতে বাহির করিয়া দেন। আবার কোন সাক্ষী বলেন যে, অন্য একজন কবরে নামেন। আপীলকারী অস্ত্র দেখায়। উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে এত গড়মিল থাকা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল কিভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপীলকারীর একান্ত দখল ও নিয়ন্ত্রণ হইতে কথিত অস্ত্র উদ্ধার হইয়াছে তাহা বোধগম্য নহে। তবে যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া নেওয়া হয় যে, কথিত পাইপগান/অস্ত্র ও গুলি আপীলকারীর দেখানো মতে ঘটনাস্থল হইতে উদ্ধার হইয়াছে, তাহা উল্লেখিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত কিন্তু কোন সাক্ষী এই মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই যে, ঘটনাস্হলে আপীলকারীকে কথিত অস্ত্র/পাইপগান এবং গুলি রাখিতে দেখিয়াছেন বা রাখিতে শুনিয়াছেন। কথিত উদ্ধারকৃত বস্তুটি পাইপগান না অন্য কোন অস্ত্র তাহা পলিথিনে মোড়ান ছিল না অনাবৃত ছিল? সে বিষয়ে সকল সাক্ষী তাহাদের সাক্ষ্য দ্বারা পরস্পরকে সমর্থন করেন নাই। অধিকন্তু ৭ নং সাক্ষী বলেন যে, ঘটনাস্থল একটি খোলা সামাজিক কবরস্থান। এই কবরস্থানে কোন কেয়ারটেকার নাই। এইরুপ একটি খোলা স্থানে যেখানে সকলের যাতায়াতের অবাধ সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, সেখানে আপীলকারী কথিত অস্ত্র না পাইপগান ও গুলি ঘটনা স্থলে রাখিয়াছিলেন তাহার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমানের অভাবে বলা যাইতে পারে না যে, আপীলকারীই এই কথিত অস্ত্র/পাইপগান ও গুলি ঘটনাস্থলে রাখিয়াছেন এবং সেখানে অন্য কাহারো প্রবেশাধিকার ছিলনা বিধায় তাহা তাহার একান্ত দখল ও নিয়ন্ত্রনে ছিল এবং সেইজন্য আপীলকারীকে অবৈধ অস্ত্রগুলি দখলে রাখার জন্য সাজা দেওয়া যাইতে পারে। যদি সকলের অবাধ যাতায়াতের উম্মুক্ত

স্থান হইতে আপীলকারীর দেখান মতে যদিও কথিত অস্ত্র উদ্ধার হয় এবং আপীলকারীকে কথিত অস্ত্র উক্ত স্থানে রাখার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া না যায় তবে উক্ত অস্ত্র আপীলকারীর একান্ত দখলে ছিল মর্মে আপীলকারীকে সাজা দেওয়া আইনসিদ্ধ নহে, যাহা মীমাংসিত সিদ্ধান্ত বটে। এ ক্ষেত্রে 59 DLR 488 Anisur Rahman Gazi-Vs.State মামলার নজীর এখানে প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "As it is found from the evidence on record that the place from where the arms and ammunitions were recovered as per showing the appellant was absolutely an open place accessible to others. The appellant had no exclusive possession and control of the arms and ammunition in question consciously with mens rea. His appeal is therefore allowed."

ইহা ছাড়াও ২১ ডি,এল,আর, ৬৮৪ পৃষ্ঠা, আরশাদুল্লাহ সঙ্গে নুরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র, ২৭ ডি,এল,আর, ২৫১ পৃষ্ঠা, পিয়ার বাক্স @ পিয়ারী গং বনাম রাষ্ট্র, ৪০ ডি,এল,আর, ৪৯৩ পৃষ্ঠা, আবদুল খালেক বনাম রাষ্ট্র, ৪৪ ডি,এল,আর, ১৫৯ পৃষ্ঠা, আবুল হাসান মাষ্টার বনাম রাষ্ট্র, ৪৭ ডি,এল,আর, ৪৫১ পৃষ্ঠা, ইফতেখার হাসান চৌধুরী বনাম রাষ্ট্র, ৪৯ ডি,এল,আর ১৬৭ পৃষ্ঠা, তালেবুর রহমান @ তালেব গং বনাম রাষ্ট্র, ৫০ ডি,এল,আর ৩৫৬ পৃষ্ঠা, আবুল কাশেম বনাম রাষ্ট্র, ৫০ ডি,এল,আর ৫১৫ পৃষ্ঠা, নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরগুলিও উল্লেখযোগ্য যেখানে উপরোক্ত একই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ইহা উপরোক্ত নজিরগুলির সিদ্ধান্তের আলোকে মীমাংসিত রীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে শুধু দেখানো মতে খোলা জায়গা হইতে, যেখানে সকলের যাতায়াতের অবাধ সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, সেখান হইতে অস্ত্র উদ্ধার হইলে যে অস্ত্র রাখার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য না থাকিলে আসামীকে সাজা দেওয়া যায় না।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বলা যায় যে, ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনা ও তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আপীলকারীকে সাজা প্রদান Kwiqv‡Qb, hvnv AvBbvbM nq bvB weavq i¶Yxq b‡n, †m‡nZz i` I iwnZ nIqvi †hvM¨ ewjqv Avgv‡`i AwfgZ|

AZGe,

djvdj,

Dc‡iv³, KviY I wm×v‡šÍi Av‡jv‡K AvcxjwU gÄi Kiv nBj| 4bs we‡kl UvBe¨bvj, bvivqYM‡Äi weÁ wePviK KZK we‡kl UvBe¨bvj gvgjv bs-403/2006, hvnvi wR,Avi bs-134/2006, hvnv AvovB nvRvi _vbvi gvgjv bs-12 ZwiL 09/06/2006, Zvnv‡Z avi 1878 mv‡ji A¯¿ AvB‡bi 19G Ges 19(Gd) avivq AvcxjKvix‡K †`vlx mve¨¯Í µ‡g c`Ë 26/04/2007 Bs Zwi‡Li দন্ডাদেশ ও mvRvi ivq i` I iwnZ Kiv nBj| AvcxjKvix ingZ Djvn Ii‡d iKgZ Djvn wcZv nwbd mvs-`vBiw`, _vbv-AvovBnvRvi, †Rjv-bvivqণMÄ‡K AÎ gvgjvq wb‡`vl mve¨¯Í µ‡g †eKmi Lvjvm †`Iqv nBj| AvcxjKvixi wei"‡× hw` Ab¨ †Kvb gvgjvq AvUKv‡`k bv _v‡K, Z‡e Zvnv‡K AwZmËi gy³ †`Iqvi wb‡`k c`vb Kiv nBj|

AwZmËi iv‡qi Kwcmn bw_ ট্রাইব্যুনালে cvVv‡bv nDK|

wePvicwZ G,GBP, Gg, kvgmyÏb †PŠaix

Awg GKgZ|